**বজ্রপাতে করণীয় নির্ধারনে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত**

**মৃত্যুহার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ**

ঢাকা, ১৮ জুন ২০১৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে এবং বজ্রপাতের আগাম বার্তা দিতে সরকার কাজ করছে।

তিনি আজ রাজধানীর হোটেল অবকাশে বজ্রপাতে করণীয় বিষয়ে জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মোঃ শাহ্ কামালের সভাপতিত্বে কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্ভু উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. এম আরশাদ মোমেন, অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন, জাইকার কান্ট্রি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর নাওকি মাতসুমুরা।

কর্মশালায় বজ্রপাতে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা, পূর্ব প্রস্ত্ততি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, জনগণের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মায়া চৌধুরী বলেন, এবছর এ পর্যন্ত শতাধিক লোক মারা গেছে। সরকার তাদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে এ পর্যন্ত ১৮ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। এসব পরিবার অস্বচ্ছল হলে তাদের ভিজিএফ কার্ড দিয়ে সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে মন্ত্রী সংশিস্নষ্টদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন সরকার বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

কর্মশালার বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সংবাদকর্মী, জনপ্রতিনিধিসহ ১৭ ক্যাটাগরির স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বজ্রপাতে মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে আগাম বার্তা প্রদানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন, পাঠ্যসূচিতে বজ্রপাতে করণীয় বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ, বজ্রপাত ঝুঁকি নিরূপনে জাতীয় গাইডলাইন প্রণয়ন, বজ্রপাত ব্যবস্থাপনায় জিও-এনজিও সমন্বয় সাধন, বিল্ডিং কোড মেনে ঘরবাড়ি নির্মাণ, বজ্রপাত প্রবণ এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় সরকার কাঠামোর ব্যবহারের উপর গুরম্নত্বারোপ করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন তথা উষ্ণায়নের কারনে বজ্রপাতের মাত্রা বেড়ে গেছে কিনা তার উপর গবেষণার জন্য প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী গবেষকদের অনুরোধ করেন। মোবাইল টাওয়ারের কারনে বজ্রপাতের অধিক্য প্রমানিত নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন বজ্রপাতের সময় টেলিফোন লাইন ব্যবহার না করাই উত্তম। বজ্রপাত হয় এমন মেঘের ধরণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উপর অধ্যাপক ড. এম আরশাদ মোমেন গুরম্নত্বারোপ করেন। এ উপমহাদেশে দীর্ঘ ক্ষরার কারনে এ বছর বজ্রপাত বেশী হচ্ছে বলে আবহাওয়াবিদ মোঃ শামিম হাসান ভূইয়া উল্লেখ করেন। বজ্রপাত সনাক্তকরণ যন্ত্র স্থাপন করা হচ্ছে বলেও কর্মশালায় তিনি উল্লেখ করেন।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

সিনিয়র তথ্য অফিসার,

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,

০১৯৪৩৪৪৬৩২৩